বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি

(Made in Bangladesh with Pride)

বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, বাড়ি নং-৭/৭এ, ব্লক নং-এইচ ১, সেক্টর- ১৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

বিজ্ঞপ্তি নং-বিজিএ/গ্যাস ও বিদ্যুৎ/২০১৯/ ৩৮ — ১৭ জুন ২০১৯

সম্মানিত সকল সদস্যদের জন্য

বিষয়ঃ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ বিজিএ/বিদ্যুৎ/২০১৯/৪৯২০, তারিখ ১৫ মে ২০১৯ খ্রিঃ

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সদর দপ্তর ভবন, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯ কর্তৃক সভাপতি বিজিএমইএ বরাবর প্রেরিত বিষয়োক্ত পত্রটি আপনাদের সদয় অবগতি ও যথাসমীচিন কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো।

কমডোর মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক (অবঃ)
এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, এমফিল
সচিব

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ -ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD
ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 Certified

চেয়ারম্যান এর দপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
সদর দপ্তর ভবন, জোয়ার সাহারা
খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
ফোন-৮৯০০০০৭

স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.০০৫.০১.০৭২.১৯৯৯৬

তারিখ ঃ ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
১৩ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

মাননীয় সভাপতি
বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এসোসিয়েশন
বিজিএমইএ কমপ্লেক্স
বাড়ী-৭/৭এ, ব্লক-এইচ-১, সেক্টর-১৭
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

বিষয় ঃ রপ্তানীমুখী তৈরী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ প্রসংগে।

সূত্রঃ বিজিএ/বিদ্যুৎ/২০১৯/৪৯০২, তারিখ-১৫ মে ২০১৯ খ্রিঃ।

প্রিয় মহোদয়,

১। আসসালামু আলাইকুম। আপনার লিখা সূত্রস্থ পত্রটি আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী গার্মেন্ট শিল্পের শীর্ষ সংগঠন ‘বিজিএমইএ’ এর সভাপতির সম্মানিত পদে নির্বাচিত হয়ে নেতৃত্ব দানের জন্য। আপনার সফলতা কামনা করছি।

২। উক্ত পত্রে আপনি তৈরী পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাট জনিত কারণে সৃষ্ট সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিষয়টি আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ইতোমধ্যে সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে নির্দেশনা দিয়েছি। এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিচ্ছি।

৩। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মানে তাঁরই দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞায় গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়নের বিষয়টি আমাদের মহান সংবিধানের ১৬তম অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ৩ কোটি ৩২ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড একাই ২ কোটি ৬২ লক্ষ অর্থাৎ ৭৯% জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধা দিয়ে আসছে। এর মধ্যে ৯০% আবাসিক গ্রাহক রয়েছে। ২০১২ সাল থেকে অদ্যাবধি মাত্র ৭ বছরে এ প্রতিষ্ঠান ১ কোটি ৭২ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ দিতে সক্ষম হয়েছে।

৪। আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে সমগ্র দেশের পল্লী এলাকার আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ও সেচ সংযোগ প্রদান করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান কোন লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান “লাভ নয় - লোকসান নয়” নীতিতে পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হতে বিদ্যুৎ ক্রয় করে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলো গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে বিদ্যুৎ বিক্রয় করে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলো বিল হিসেবে যে অর্থ পায় সেখান হতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধ করতে হয়। উক্ত বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ৩০ দিনের উর্ধ্বে বকেয়া হলে নির্ধারিত হারে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে জরিমানা বাবদ অর্থ প্রদান করতে হয়। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে APA (Annual Performance

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD
ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 Certified

Agreement) চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রাখার সর্বোচ্চ সময় সীমা ১.২৫ মাস। বকেয়া মাস উক্ত সময় সীমার অধিক হলে সরকারের সাথে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের এপিএ চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার জন্য দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। এতে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে আর্থিক ক্ষতি এবং ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়।

৫। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের রাজস্বের প্রায় ৪০% সংগৃহীত হয় শিল্প সংযোগের বিদ্যুৎ বিল হতে। কাজেই শিল্প গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকলে বড় ধরণের প্রভাব দেখা দেয়। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে জরিমানা দেয়াসহ অন্যান্য সমস্যাদির মুখোমুখি হতে হয়। সকল আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী তিন মাসের জন্য হয়তোবা বকেয়া রাখা সম্ভব হবে না। যেহেতু জুন মাসের ৩০ তারিখে অর্থবছর সমাপ্ত হয় তাই বকেয়াসমূহ প্রতি বছরের ৩০ জুনের মধ্যেই আদায় করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বছরের অন্যান্য সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে কিছুটা বকেয়া রাখার বিষয়টি হয়তোবা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৬। এ ব্যাপারে আপনার প্রতিনিধিদলের সাথে আলোচনা করে সমস্যাবলীর গ্রহণযোগ্য সমাধানের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

২১/০৩/১৯

মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড